স্যামুইল ম্যারশাক

সভ্য হওয়া

দুই বেড়ালের গল্প

সামুইল মারশাক

সভ্য হওয়া

দুই বেড়ালের গল্প

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

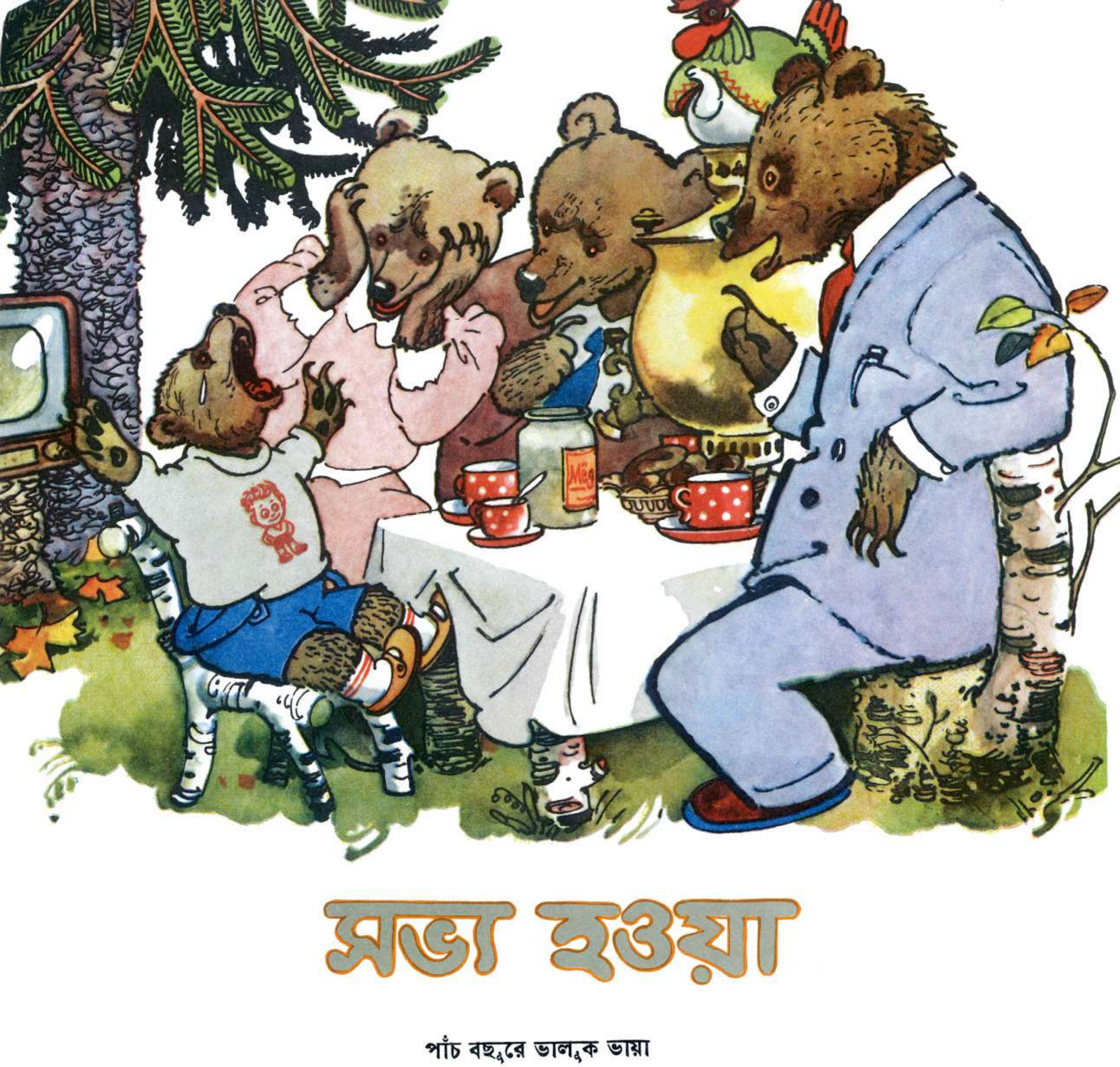

সভ্য হওয়া

পাঁচ বছুরে ভালুক ভায়া
শিখলে, উচিত সভ্য হওয়া:

— লোকের বাড়ি যাবে যখন
গ্যাঁক গ্যাঁকানি নয়কো তখন,
অসভ্যতা করতে নেই।
চেনা লোককে দেখবে যেই
টুপি খুলে সমুখে তার
করবে আগে নমস্কার।

লোকের পা মাড়িয়ো না,
মাছিতে মুখ বাড়িয়ো না,
চার হাত-পায়ে চলা বারণ,
হাই তোলা নয় সভ্য ধরণ,
নেহাৎ যদি ওঠেই হাই
থাবাতে মুখ ঢাকাই চাই।

সভ্য হোয়ো, ভব্য হোয়ো,
কেউ এলে পথ ছেড়ে দিয়ো,
শ্রদ্ধা কোরো বুড়োদেরকে,
পাছে বা যায় পা হড়কে
পিছল যখন বরফ পড়ে,
পৌঁছে দেবে হাতে ধরে।

এমনি করেই ভাল্লুক ছানা
সভ্য হল, বুঝলে কিনা...

বাইরেটা বেশ ভদ্র হল,
ভাল্লুক তবু রয়েই গেল।

শেয়াল ভাল্লুক পড়শী হলে
মাথা নোয়াত টুপি খুলে,
কিন্তু চেনা নয়কো যারা
তাদের দিত বিষম তাড়া,
যথা তথা ঢোকাত নাক
কোথায় গাজর কোথায় বা শাক।

ট্রামে বাসে যেখানে লোক,
বুড়ো হোক কি বুড়িই হোক,
ঝাঁপিয়ে গিয়ে দিত কামড়,
ভয় দেখাত ভাঙবে পাঁজর।

পাঁচ বছুরে ভালুক ভায়া
শিখলে, উচিত সভ্য হওয়া...
দুঃখু কেবল মাষ্টারের
খামোকা গেল সময় ঢের!

দুই বেড়ালের গল্প

ছিল যে দুই
বেড়াল ছানা —
আটটি থাবা
লেজ দু'খানা।

পুচ্ছ দু'টি
উচ্চে তুলে
বেদম লড়াই
বাধিয়ে দিলে।

চলল লড়াই দিনে রাতে
লোম উড়ল গুচ্ছ গুচ্ছ...

কোথায় বেড়াল, শেষকালেতে
বাকি রইল কিছু পুচ্ছ।

তাই বলি ভাই, দ্যাখো এসে
লড়াই কেমন সর্বনেশে!

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

ছবি এঁকেছেন কনস্তান্তিন রতোভ

С. МАРШАК

КАК СЕБЯ ВЕСТИ
СКАЗКА О ДВУХ КОТАХ

На языке бенгали

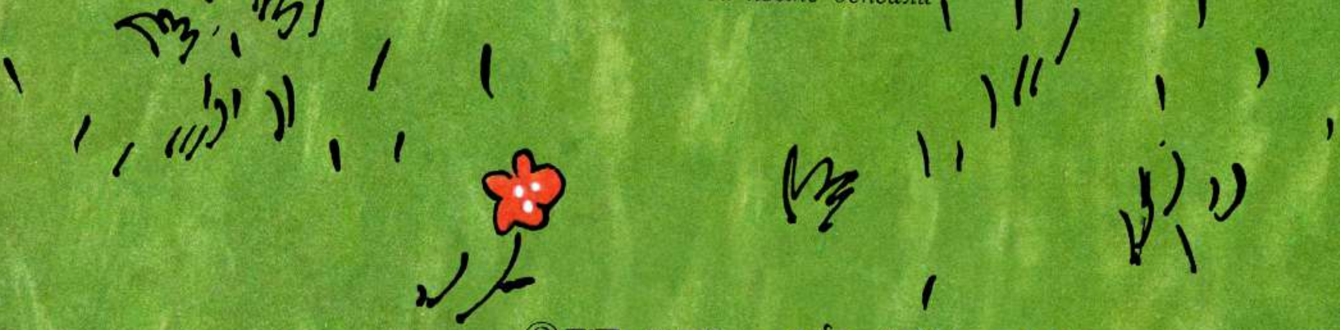

© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৭৫